18 APR 2016

শুভর শরীরে আঘাতের চিহ্ন

ব্যাট-স্টাম্প দিয়ে ছাত্রকে পেটালেন মাদ্রাসা শিক্ষক

■ নিজস্ব প্রতিবেদক, *ফেনী*

গ্রামের মাদ্রাসা থেকে ফেনী শহরের মাদ্রাসায় এনে ছেলেকে ভর্তি করেন মুদি দোকানি বাবা নূর নবী দুলাল। তার উদ্দেশ্য ছিল ছেলে আরিফুর রহমান শুভ ভালোভাবে হাফেজি শিক্ষা পাবে; কিন্তু হয়েছে তার উল্টো। ক্রিকেট ব্যাট ও স্টাম্প দিয়ে তাকে পিটিয়ে গুরুতর আহত করেছেন ওই মাদ্রাসার এক শিক্ষক। বর্বর নির্যাতনে তার ছেলের ঠাঁই হয়েছে হাসপাতালের বিছানায়। ওই ছাত্রের শরীরজুড়ে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে বলে জানিয়েছেন ফেনী সদর হাসপাতালের চিকিৎসক মোহাম্মদ ফরহাদুল ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ১

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

ইসলাম। ঘটনার পর থেকে মাদ্রাসাশিক্ষক আশরাফুল ইসলাম মোশাররফ পলাতক রয়েছে। তার বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে।

পুলিশ জানায়, ফেনী শহরের পাগলা মিয়া সড়কে অবস্থিত মিছবাহুল কোরআন ওয়াস সুন্নাহ মাদ্রাসার হাফেজ শ্রেণীর আবাসিক ছাত্র আরিফুর রহমান শুভ (১২)। শুক্রবার ওই ছাত্র চুরি করে বাড়ি যাওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু বিষয়টি টের পেয়ে তাকে ধরে ফেলেন শিক্ষক আশরাফুল ইসলাম মোশাররফ। এরপর শুভকে শ্রেণীকক্ষে নিয়ে ক্রিকেট ব্যাট ও স্টাম্প দিয়ে পিটিয়ে গুরুতর আহত করা হয়। পরে তাকে শ্রেণীকক্ষে বিনা চিকিৎসায় ফেলে রাখা হয়। খবর পেয়ে শনিবার বিকেলে শুভর বাবা নূর নবী দুলাল ছেলেকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেন। রাতে ফেনী থানায় শিক্ষক আশরাফুল ইসলাম মোশাররফকে আসামি করে নির্যাতনের মামলা করেন ওই ছাত্রের বাবা। নূর নবী দুলাল সাংবাদিকদের জানান, তাদের বাড়ি কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম থানার গাংরা ইউনিয়নের সাতঘড়িয়া গ্রামে। মার্চ মাসে গ্রামের মাদ্রাসা থেকে এনে হাফেজি শিক্ষার জন্য ছেলেকে ওই মাদ্রাসায় ভর্তি করেন। তিনি বলেন, ৪ এপ্রিল আমার আরেক পুত্রসন্তানের জন্ম হয়। বাড়ি গিয়ে ভাইকে দেখার জন্য শুভ মাদ্রাসায় ছুটির দরখাস্ত করেছিল; কিন্তু তাকে ছুটি দেওয়া হয়নি। এ অবস্থায় সে পালিয়ে বাড়ি যাওয়ার চেষ্টা করে। তিনি আরও বলেন, ছেলের ভালোর জন্য এখানে ভর্তি করেছিলাম; কিন্তু মাদ্রাসা শিক্ষক বর্বর নির্যাতন করে আমার ছেলেকে জখম করেছে।

ফেনী সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক মোহাম্মদ ফরহাদুল ইসলাম সমকালকে জানান, ওই ছাত্রের দুই পায়ের ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত, দু'হাতে কালো দাগ পড়ে গেছে। তার মাথায়ও আঘাত করা হয়েছে। এখন প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

গতকাল রোববার বিকেলে ফেনী সদর ইউএনও এনামুল করিম আহত মাদ্রাসাছাত্রকে দেখতে হাসপাতালে যান। তিনি তার চিকিৎসার খোঁজখবর নেন।

ফেনী সদর থানার ওসি (তদন্ত) শাহীনুজ্জামান জানান, শনিবার রাতেই ওই মাদ্রাসায় অভিযান চালানো হয়। অভিযুক্ত শিক্ষক পালিয়ে গেছেন। সেখানে আরও ২০ থেকে ৩০ জন আবাসিক ছাত্র রয়েছে। মাদ্রাসাটি বর্তমানে চালু রয়েছে।